DEC. 1 1 2000

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৩

সময়োপযোগী পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করুন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও একুশ শতকের হাওয়া লাগেনি। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যসূচি বিশেষ করে বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলো দেখলে তাই মনে হয়। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকার বললে ভুল বলা হবে না। ঔপনিবেশেক শাসন ব্যবস্থার অবসান হয়েছে ৫৩ বছর আগে। তারপরও তাদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন করা হয়নি।

সম্পূর্ণ বাইরে থেকে আমদানি করা একটি শিক্ষা ব্যবস্থার জোড়াতালি দেয়া রূপই হচ্ছে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। বার বার নামকাওয়াস্তে পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন হচ্ছে কিনা বলা কঠিন। তবে ছাত্ররা যে গিনিপিগ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের পাঠ্যসূচির পরিবর্তনটা মূলত ডিগ্রি শ্রেণীর পাঠ্যসূচির কিছু অংশ উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কিংবা মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচির কিছু অংশ অষ্টম বা নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে সংযোজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এতে নতুনত্ব বলতে কিছু নেই, আধুনিকতা বলতে কিছু নেই। অনেকটা এক পুকুরের পানি অন্য পুকুরে স্থানান্তরের মতো। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্যের কোন সম্পর্ক নেই। ঔপনিবেশিক আমলে যে ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল তা এখনও নামেনি। হয়তো নামানোর চেষ্টাও করা হয়নি। আমরা টমাস আলভা এডিসন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, লুই পাস্তুর প্রমুখের কথা বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে পড়ে এসেছি। কিন্তু আমাদের সত্যেন্দ্রনাথ বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা প্রমুখের কথা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পায় না।

আমাদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় বহুতল ভবনের নির্মাণ কৌশলের উদ্ভাবক ও বিশ্বনন্দিত স্থাপত্যবিদ ড. ফজলুর রহমান খানের জীবনী ও অবদান। অন্তর্ভুক্ত করা যায় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনুস, খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্বের জনক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞানের জনক হিসাবে পরিচিত মেঘনাদ সাহা, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেন, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়, বিনা তারে বার্তা প্রেরণের তত্ত্ব আবিষ্কারক বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখের জীবনী ও অবদান। তাদের প্রত্যেকেই তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমায় ভাস্বর। বর্তমান প্রজন্ম তাদের অবদানের কথা জানে না। কিন্তু তারাই হতে পারেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অনুকরণীয় আদর্শ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঔপনিবেশিক আমলের মনোভাব পরিহার করে তাদের জীবনী ও অবদানকে পাঠ্যপুস্তকে স্থান দেয়া প্রয়োজন।

হাস্যকর হলেও সত্য যে, আমাদের নবম-দশম শ্রেণীর মানবিক ও ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ বিজ্ঞান, যাতে রয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে সামাজিক বিজ্ঞান যাতে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। এর কোন যৌক্তিক কারণ আছে বলে আমার জানা নেই। মানবিক ও ব্যবসায়-প্রশাসন বিভাগে যারা পড়ছে তাদের একটা বড় অংশ বিজ্ঞান বিভাগের বিষয়গুলোকে অধিকতর জটিল বলে মনে করে। আর এই কারণেই তারা বিজ্ঞান বিভাগের পরিবর্তে মানবিক বা ব্যবসা-প্রশাসন বিভাগকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু তবুও তারা রেহাই পাচ্ছে না। আমরা তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান পড়াচ্ছি। তারা এসব আত্মস্থ করতে পারছে কিনা তা আমরা জানতে ইচ্ছুক নই। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অপ্রয়োজনীয় হলেও তাদের ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আমরা সব ছাত্রছাত্রীকে সবজান্তা বানানোর মহান ব্রত নিয়ে মাঠে নেমেছি।

একুশ শতকের উপযোগী প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই। তারপরও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীর আনুপাতিক হার কমছে। এ বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবছে না। বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রছাত্রীর আনুপাতিক হার কমার পেছনে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমরা বিজ্ঞানকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমাদের বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে মনেই হয় না যে, আমরা একুশ শতকে বাস করছি কিংবা একুশ শতকের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। বিজ্ঞান শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার চেয়ে সিলেবাসের পরিধি বৃদ্ধির দিকেই যেন সিলেবাস প্রণেতাদের নজর বেশি।

আধুনিক যুগ কম্পিউটারের যুগ, আধুনিক যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। তথ্য প্রযুক্তিই একুশ শতককে নিয়ন্ত্রণ করবে। একুশ শতকে কোন দেশ কত উন্নত হবে তা নির্ণয়ের মাপকাঠি হবে সে দেশের তথ্য প্রযুক্তি। কিন্তু আমরা কতজন ছাত্রছাত্রীকে কম্পিউটার বিষয়টি পড়ার সুযোগ দিতে পারছি? মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়টি ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারে। কিন্তু এই সুযোগটুকু খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আছে। আমরা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের জন্য সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক ও ব্যবসায়-প্রশাসন বিভাগের ছাত্রদের জন্য সাধারণ বিজ্ঞান পড়া অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। কিন্তু কোনো বিভাগের ছাত্রদের জন্যই কম্পিউটার শিক্ষা পড়ার প্রয়োজনীয়তা তেমন অনুভব করি না। আমাদের ইতিহাস বইয়ের খুব কম অংশই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দখলে। আমাদের ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো প্রয়োজন। তাই ইতিহাস বইয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধকে স্থান দেয়া আবশ্যক। মুক্তিযুদ্ধকে একটি একাডেমিক বিষয় করা যায় কি না তাও ভেবে দেখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। সময়ের প্রয়োজনে পাঠ্যসূচির পরিবর্তন ঘটবে– এটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যতিক্রম। এই ধারার পরিবর্তন প্রয়োজন। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সময়োপযোগী পাঠ্যসূচি প্রণয়নের কোন বিকল্প নেই।

মো. ফজলুল কাদের চৌধুরী
প্রভাষক, জগন্নাথপুর কলেজ, সুনামগঞ্জ